بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

রহমানিয়া ইমদাদুল উলুম মাদরাসা সিরাজগঞ্জ, বাংলাদেশ এর পরিচালনা বিধির ১৯তম অনুচ্ছেদ অনুসারে

চাঁদ পর্যবেক্ষণ পরিষদ বাংলাদেশ এর পরিচালনা বিধি

نحمده و نصلي علي رسوله الكريم، اما بعد

আল্লাহ তাআলার অশেষ করুণা ও রহমত যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের মত নিকৃষ্ট, নগণ্য ও অযোগ্য বান্দাদের দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি কিছু কাজ করিয়ে নিচ্ছেন, তখন ১৪৪০ হিজরী এর শাবান মাস, বিভিন্ন মাদ্রাসাতে উলামায়ে কিরাম শাবান মাসের চাঁদ দেখা নিয়ে আলোচনায় লিপ্ত, সাধারণ মানুষের মধ্যেও এর প্রভাব পরে। সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের চাঁদ দেখা কমিটি থাকার পরেও কেন চাঁদ দেখা নিয়ে বিভ্রান্তি হবে? এ প্রশ্ন সবার মনে যেন নাড়া দিয়ে গেছে। পাশাপাশি প্রস্তাবনা পেশ হতে লাগলো উলামায়ে কিরামের উদ্যোগে একটি অরাজনৈতিক-বেসরকারি চাঁদ দেখা কমিটি বানানো হোক, যা উলামায়ে কিরামের নেতৃত্বে পরিচালিত হবে। উদ্দেশ্য আরবি মাসের হিসাব সংরক্ষণ, সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের চাঁদ দেখা কমিটিকে চাঁদের তারিখ নির্নয়ে সহযোগিতা এবং চাঁদ দেখার বিভ্রান্তি দূর করন, এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শুরু হলো পথচলা, বড়দের পরামার্শে আরবি মাসের সঠিক তারিখ নির্নয়ের স্বার্থে চাঁদ পর্যবেক্ষণ পরিষদ বাংলাদেশ নামে আমাদের কার্যক্রম শুরু হলো। আলহামদুলিল্লাহ, পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে সামনে রেখে আল্লাহ তাআলার ফজল ও করমে চাঁদ পর্যবেক্ষণ পরিষদ বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। আসলে আল্লাহ তাআলা কবুল করেছেন, তাই আজকে হাটি হাটি পা পা করে আল্লাহ তাআলা এতদূর আসার তৌফিক দান করেছেন, এটি এখন বাংলাদেশের অন্যান্য দ্বীনি প্রতিষ্ঠান সমূহের মতোই একটি স্বতন্ত্র দ্বীনি প্রতিষ্ঠান। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের একটি পরিচালনা বিধি থাকে, আর সঠিক ভাবে পরিচালনার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা বিধি অন্যতম সম্বল, এজন্য সব দিক বিবেচনা করে রহমানিয়া ইমদাদুল উলুম মাদরাসা সিরাজগঞ্জ এর পরিচালানধীন একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে ও এর পরিচালনা বিধির ১৯ নং অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী এই পরিচালনা বিধি তৈরি করা হয়েছে। এ পরিচালনা বিধি অনুযায়ী ইনশাআল্লাহ চাঁদ পর্যবেক্ষণ পরিষদ বাংলাদেশ পরিচালিত হবে। ইনশাআল্লাহ আমরা এর দ্বারা উপকৃত হবো, আল্লাহ তাআলা আমাদের এই মেহনতকে কবুল করুন এবং ইখলাসের সাথে আমাদের সকলকে এই নিয়ম-নীতিগুলো পালন করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

২৯-৯-৪০ হিঃ

মাওলানা ইসমাইল সিরাজী

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক

চাঁদ পর্যবেক্ষণ পরিষদ বাংলাদেশ

মূল পরিচালনা বিধি অনুসারে "চাঁদ পর্যবেক্ষণ পরিষদ বাংলাদেশ" এর পরিচালনা বিধি

১ : অনুচ্ছেদঃ নাম করণ

অত্র প্রতিষ্ঠানের নাম আরবী "مجلس مراقبة القمر بنغلاديش" বাংলা "চাঁদ পর্যবেক্ষণ পরিষদ বাংলাদেশ" ইংরেজি "Moon Monitoring Council Bangladesh" নামে নামকরণ করা হয়, প্রথমত বাংলা পর্যায়ক্রমে ইংরেজি ও আরবি নাম সম্প্রিক্ত করা হয়।

২ : অনুচ্ছেদঃ কার্যএলাকা

অত্র প্রতিষ্ঠানের কার্য এলাকা হবে সমগ্র বাংলাদেশ।

৩ : অনুচ্ছেদঃ প্রধান কার্যালয়

অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় হবে সিরাজগঞ্জ জেলার রহমানিয়া ইমদাদুল উলুম মাদরাসা সিরাজগঞ্জ, বাংলাদেশ।

৪ : অনুচ্ছেদঃ স্থাপত্য

২৯ শাবান ১৪৪০ হিঃ, ৫ মে ২০১৯ ইং

৫ : অনুচ্ছেদঃ সভাপতি

অত্র প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হবেন রহমানিয়া ইমদাদুল উলুম মাদরাসা সিরাজগঞ্জ এর সভাপতি/মুহতামিম

৬ : অনুচ্ছেদঃ ধরন

রহমানিয়া ইমদাদুল উলুম মাদরাসা সিরাজগঞ্জ এর পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠান

৭ : অনুচ্ছেদঃ সর্বচ্চ নীতিমালা

ইসলামি শরিআহ

৮ : অনুচ্ছেদঃ লক্ষ ও উদ্দেশ্য

০১. চাঁদ সংক্রান্ত বিধি-বিধান পালনে সচেতনতা সৃষ্টি করা, চাঁদ সংক্রান্ত বিধি-বিধান পালনে উৎসাহ প্রদান করা।

০২. চাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহনকারী যথাযত কর্তৃপক্ষকে সিদ্ধন্ত গ্রহনে সহোযগিতা করা, ওয়েব সাইট ও প্রাতিষ্ঠানিক প্যাডে নিজেদের পর্যাবেক্ষনের প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা।

৯ : অনুচ্ছেদঃ সাংগঠনিক স্তর সমূহ

অত্র প্রতিষ্ঠানের ৩টি পরিষদ ও পরিচালনাধীন ৩টি বিভাগ থাকবে।

১. **: মজলিসে আমেলা (পরিচালনা, কার্য্যনির্বাহী পরিষদ)**

(ক) মজলিসে আমেলার দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. চলতি মজলিসে আমেলা ও শূরার মেয়াদকাল শেষ হওয়ার পর সব কমিটিগুলোকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত ঘোষণা করার পূর্বে, সভাপতিকে মূল রেখে, মজলিসে এহইয়ায়ে সুন্নাহ বাংলাদেশ এর মজলিসে আমেলার/সভাপতির তত্বাবধানে ৩০ দিনের মধ্যে ১২ জন পদাধিকারী যথাক্রমে সহ-সভাপতি, নাযিমে মুহাসাবাত ও নাযিমে ইশাআতসহ অন্যান্য সদস্যদেরকে নিয়ে মজলিসে আমেলা পুনর্গঠন করা হবে।

২. মজলিসে আমেলার অধিকাংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে মজলিসে শূরা গঠিত হবে, মজলিসে আমেলা অত্র প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী বলে বিবেচিত হবে। গঠনতন্ত্র সংশোধনের অনুমোদন দান ও প্রয়োজনে সাব কমিটি গঠন, সভাপতির অনুপুস্থিতিতে সহ-সভাপতি সভাপতির সাথে যোগাযোগ/পরামার্শ করে সভাপতির যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দিবেন।

৩. প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য পরামর্শ দান, প্রতিটি মজলিসের যাবতীয় সিদ্ধান্ত রেজুলেশন প্যাডে লিপিবদ্ধ করন, প্রয়োজন সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ দান, প্রয়োজনে অস্থায়ী নিয়োগ-বরখাস্ত করা ও পরবর্তীতে বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চূড়ান্তভাবে অনুমোদন দানের জন্য আমেলায় পেশ করা, প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রমকে সুসংগঠিত ও সম্প্রসারিত করার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা দান।

৪. কুরআন-সুন্নতের উপর আমল সাপেক্ষে জেলা প্রতিনিধিদের থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ২৯ তারিখের চাঁদ দেখার সত্যতা শরয়ী ভাবে গৃহীত হবে। ২৯ তারিখের চাঁদ দেখার সত্যতা প্রমাণিত না হলে পরের দিন ৩০ তারিখ পূর্ণ করার প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হবে।

عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ، بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَىَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلاَلَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ . فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ . فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلاَ نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاَثِينَ أَوْ نَرَاهُ . فَقُلْتُ أَوَلاَ تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لاَ هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

হযরত কুরায়িব রহমতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত হযরত উম্মুল ফায্‌ল বিনতুল হারিস রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহা তাঁকে সিরিয়ায় হযরত মু'আবিয়াহ্‌ রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু-এর নিকট পাঠালেন। কুরায়িব রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, অতঃপর আমি সিরিয়া পৌঁছে তার প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করলাম। আমি সিরিয়ায় থাকতেই রমাযান এসে গেল। আমি পবিত্র জুমু'আর রাতে পবিত্র মাহে রমাযানের চাঁদ দেখতে পেলাম। অতঃপর মাসের শেষদিকে আমি মাদীনায় ফিরে এলাম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুমা রোযা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কখন চাঁদ দেখেছ? আমি বললাম, আমি তো পবিত্র জুমু'আর রাতেই চাঁদ দেখেছি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নিজেই কি তা দেখেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ, অন্যান্য লোকেরাও দেখেছে এবং তারা রোযা পালন করেছে। এমনকি হযরত মু'আবিয়াহ্‌ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু-ও সিয়াম (রোযা) পালন করেছেন। তিনি বলেন, আমরা তো শনিবার রাতে চাঁদ দেখেছি, আমরা পূর্ণ ত্রিশটি রোযা রাখব অথবা এর আগে যদি চাঁদ দেখতে পাই তাহলে তখন ঈদ করব। আমি বললাম, আপনি কি হযরত মু'আবিয়াহ্‌ রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু এর চাঁদ দেখা ও সিয়াম পালন করাকে যথেষ্ট মনে করেন না? তিনি বললেন : না, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এভাবেই (অর্থাৎ দূরবর্তী অন্য দেশের চাঁদ দেখাকে গ্রহণ না করে, নিজেরা চাঁদ দেখে রোযা ও ঈদ করার জন্য) নির্দেশ দিয়েছেন। (সূত্র: সহীহ মুসলিম, হাদীস নম্বর: ২৪১৮, সুনানে নাসাঈ, হাদীস নম্বর: ২১১০, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নম্বর: ২৩৩২, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নম্বর:৬৯৩) উক্ত হাদীসটি দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, দূরবর্তী এক দেশের চাঁদ দেখা অন্য দেশের জন্য যথেষ্ট

হবে না। প্রত্যেক দেশের লোকজন নিজ নিজ দেশে চাঁদ দেখে রোজা ও ঈদ পালন করবে। এজন্যই হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত মুয়াবিয়াহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ও কুরাইবের চাঁদ দেখে রোযা রাখাকে মদীনার জন্য যথেষ্ট মনে করেননি বরং তাকে প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের দেখার কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। "হানাফী মাযহাবে উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য নয়" বলে যে অভিমত রয়েছে, তা নিকটবর্তী শহরের ক্ষেত্রে। দূরবর্তী রাষ্ট্রের ব্যাপারে তা প্রযোজ্য নয়। বাদায়েউস সানায়ে কিতাব উল্লেখ রয়েছে:

فاما اذا كانت بعيدة فلا يلزم احد البلدين حكم الاخر(بدائع الصنائع:٦/١١٣)

তাবয়ীনুল হাক্বায়িক্বে উল্লেখ আছে:

تبيين) والاشبه ان يعتبر لان كل قوم مخاطبون بما عندهم و انفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الاقطار(الحقائق:١/٣٢١

আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করতে হবে, কোনো দেশে যদি শরীয়তের নিয়ম অনুসরণ করে এমন হেলাল কমিটি থাকে, তাহলে উক্ত কমিটি সাক্ষ্য গ্রহণ করে রোযা বা ঈদের যে ফায়সালা করেন তা সাধারনভাবে ওই দেশের প্রতিটি এলাকার জন্য প্রযোজ্য হয়। উক্ত ফায়সালা ওই দেশের সীমানার বাইরে অন্য দেশের জন্য প্রযোজ্য নয়, অতএব দেশ বিভক্তির পর থেকে ভারত, পাকিস্তানে চাঁদ দেখা গেলেও আমাদের দেশে রোযা-ঈদ পালন তার উপরে নির্ভর করবে না। আমরা আমাদের হিসেবে রোযা ও ঈদ পালন করবো। প্রসঙ্গত আরেকটি বিষয় উল্লেখ করতে হয়, বর্তমানে সারা বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ পালন করার একটা আলোচনা চলছে। এটা একদিক থেকে অসম্ভব কারণ বিশ্বের যে সমস্ত দেশের মাঝে পরস্পর সময়ের ব্যবধান ১২ ঘন্টা বা এর চেয়ে বেশি এরূপ দেশগুলোতে একই দিনে রোযা বা ঈদ করা সম্ভবপর নয়। আর যেসব দেশের দূরত্ব হয়তো এর চেয়ে কম, সেগুলোতে এক দেশের হেলাল কমিটির চাঁদ দেখা অন্যদেশের হেলাল কমিটির নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তসমূহের বাস্তবায়নটা অনেক দুষ্কর। আর অন্যদিকে সারা বিশ্বে একই দিনে চাঁদের ঘোষণার মানদন্ড কী হবে সেটা নিয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন। New moon (আল কামারুল জাদীদ) এর উপরেও সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে হিসাব নির্ভর হতে বারণ করেছেন। বাস্তবতার উপরে নির্ভরশীল হয়ে চাঁদ দেখে রোযা ও ঈদ পালন করার জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লাম নির্দেশনা দিয়েছেন। নিম্নের হাদীসটি ভালো করে লক্ষ্য করি।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا - وَعَقَدَ الإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ - وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا. يَعْنِي تَمَامَ ثَلاَثِينَ " .

হযরত সা'ঈদ ইবনে 'আমর ইবনে সা'ঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি হযরত ইবনে 'উমার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বলতে শুনেছেন, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমরা উম্মী জাতি। আমরা লেখিনা এবং হিসাবও করি না। মাসে দিনের সংখ্যা এত, এত এবং এত। তৃতীয়বার তিনি নিজ হাতের বুড়ো আঙ্গুলটি বন্ধ করে দু'হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলেন (অর্থাৎ তিনবার ইঙ্গিতে ঊনত্রিশ দিন প্রমাণ করলেন)। আর কোন কোন মাস এত, এত এবং এত দিনেও হয় (অর্থাৎ পূর্ণ ত্রিশ দিন হয়ে থাকে)। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নম্বর: ২৪০১) অতএব বৈজ্ঞানিক হিসাবের ভিত্তিতে চাঁদের সিদ্ধান্ত হতে পারে না। ইসলামে এমনসব বিষয়কে মানদন্ড বানানো হয়নি যা শুধু কিছু লোকে জানবে, অন্যরা

বুঝবে না। বরং সবাই দেখে, বুঝতে পারে কোন বিষয়কে মানদন্ড করা হয়েছে। আর তাই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته.

তোমরা (হিসাব-নিকাশের ভিত্তিতে নয়) চাঁদ দেখে রোযা করো, চাঁদ দেখে ঈদ করো। সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম সহ হাদীসের প্রায় কিতাবেই উক্ত হাদীসটি উল্লেখ রয়েছে। তাই সারা বিশ্বে একদিনে নয়, সৌদি আরবের সাথে মিল করে নয় বরং প্রত্যেক দেশের হিসেবে চাঁদ দেখে রোযা ও ঈদ পালন করতে হবে। বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটি প্রতি আরবি মাসের ২৯ তারিখে চাঁদ দেখার চেষ্টা করেন, আরবি মাসের গুরুত্বপূর্ণ মাস সমূহের চাঁদ দেখার নিশ্চিত খবরটি চাঁদ পর্যবেক্ষণ পরিষদ বাংলাদেশ বাংলাদেশ স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে বা প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটিকে অবগত করার চেষ্টা করবে।

৫. বাংলাদেশের আকাশে চাঁদ দেখার সর্বশেষ সময় থেকে ৬০ মিনিটের মধ্যে চাঁদ পর্যবেক্ষণ পরিষদ বাংলাদেশ প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহন করবে, চাঁদ দেখা নিয়ে যদি সরকারি কমিটির সাথে চাঁদ পর্যবেক্ষণ পরিষদ বাংলাদেশের কোন মতপার্থক্য দেখা দেয়, তাহলে বাংলাদেশের আকাশে চাঁদ দেখার সর্বশেষ সময় হতে ৪ ঘণ্টার মধ্যে, বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটিকে গ্রহণযোগ্য দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে সঠিক তারিখ ঘোষণা দেয়ার জন্য জোড় তাগিদ দেয়া হবে, অন্যথায় চাঁদ পর্যবেক্ষণ পরিষদ বাংলাদেশ এর সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্তটিই মজলিসে আমেলার সর্বশেষ সিদ্ধান্ত মুতাবিক প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে ঠিক থাকবে।

৬. মজলিসে শূরা ও অন্যান্য কমিটিসমূহের সুপারিশ, প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত সমূহের অনুমোদনসহ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে একমত পোষণ করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রনয়ন করা, প্রয়োজনে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহের সর্বজন শ্রদ্ধেয় উলামায়ে কিরামগণকে নিয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা এবং এই কমিটির সদস্যদের থেকে গুরুত্বপূর্ণ মাশওয়ারা গ্রহণ করা ও তা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করা।

৭. বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে কমিটি থাকবে, যারা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ রেখে নিজ জেলার কার্যক্রম পরিচালনা করবেন, জেলার স্থায়ী কমিটি কমপক্ষে ১১ সদস্য বিশিষ্ট হতে পারে, প্রয়োাজনে সদস্য বাড়ানো যেতে পাওে, জেলার সবচেয়ে কর্মোঠ, সক্রীয় ও পুরাতন প্রতিনিধি/মজলিসে শূরার সদস্য এ কমিটির আহব্বায়ক থাকবেন, এ কমিটি নিজ জেলায় বিভিন্ন দ্বীনি প্রোগ্রাম সফল করার চেষ্টা করবেন, বিশেষ করে মজলিসে এহইয়ায়ে সুন্নত বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করা খুবই জরুরী।

(খ) বৈঠক বা অধিবেশন

১. প্রতি আরবি মাসের ২৯ তারিখ মাগরিবের নামাজের পর মুহতারাম সভাপতির তত্বাবধানে রহমানিয়া ইমদাদুল উলুম মাদরাসা সিরাজগঞ্জ, বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা/কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ/দফতরে ইহতেমাম/মজলিসে এহইয়ায়ে সুন্নাহ বাংলাদেশ কার্যালয়ে মজলিসে আমেলার বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে, চাঁদ দেখা যাক বা না যাক সারাদেশ থেকে পাঠানো প্রতিনিধিদেও তথ্যমতে মজলিসে আমেলার মাশওয়ারায় সভাপতির সিদ্ধান্ত মুতাবিক দস্তখতসহ বিস্তারিত নোটিশ ও রেজুলেশন ফাইলে লিপিবদ্ধ হবে, সাথে সাথে মুহতারাম সভাপতির দস্তখতের পর প্রতিষ্ঠানের অফিসিয়াল প্যাডের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হবে, সিদ্ধান্তটি সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠানিক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে, পর্যায়ক্রমে তা অনলাইনে প্রকাশিত হবে ও সকল মিডিয়ায় পাঠানো হবে, সদস্যসহ অন্যান্য সকলকে মেসেজের মাধ্যমে খবরটি অবগত করা হবে।

(গ) সদস্য সংখ্যা ও সদস্যগণের পদবী

১. **সদস্য সংখ্যা :** মজলিসে আমেলার সদস্য সংখ্যা অনুর্ধ ১২ জন।

২. **মজলিসে আমেলার সদস্যদের পদবী :**

১. সভাপতি : ১ জন

২. সহ-সভাপতি : ৩ জন, ১ জন রহমানিয়া মাদরাসা সিরাজগঞ্জ এর উস্তাদদের থেকে বাধ্যতামূলক

৩. নাযিমে ইশাআত : ৩ জন, ১ জন রহমানিয়া মাদরাসা সিরাজগঞ্জ এর উস্তাদদের থেকে বাধ্যতামূলক

৪. নাযিমে রুইয়াহ/শরিআহ : ৩ জন, ১ জন রহমানিয়া মাদরাসা সিরাজগঞ্জ এর উস্তাদদের থেকে বাধ্যতামূলক

৫. অন্যান্য সদস্য : ২ জন, ১ জন রহমানিয়া মাদরাসা সিরাজগঞ্জ এর উস্তাদদের থেকে বাধ্যতামূলক

মোট ১২ জন।

(ঘ) কোরাম

একতৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

(ঙ) আমেলার সদস্যবৃন্দের যোগ্যতা

১. অত্র প্রতিষ্ঠানের সভাপতি অবশ্যই সিরাজগঞ্জের রহমানিয়া ইমদাদুল উলুম মাদরাসা সিরাজগঞ্জ, বাংলাদেশ এর মুহতামিম/পরিচালক হবেন।

২. অত্র প্রতিষ্ঠানের সদস্যগনকে অবশ্যই হক্কানী আলেমে দ্বীন, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও শুদ্ধ বিবেচনা শক্তির অধিকারী, কর্মতৎপর, প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি আস্থাশীল, আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন এবং প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সকল মহলের আস্থা ও শ্রদ্ধাভাজন হক্কানী কোন বুযুর্গের নিসবত ওয়ালা, যুগ চাহিদা ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন, প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও অগ্রগতি সম্পর্কে গভীর প্রজ্ঞার অধিকারী হতে হবে।

৩. প্রতিষ্ঠানের প্রতি আন্তরিক, প্রতিষ্ঠানের হিতাকাঙ্খী, দরদী এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি যাদের ত্যাগ রয়েছে এমন ধরনের ব্যক্তিত্ব হতে হবে। কোন রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তা বা সক্রিয় ভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত, চাই সে রাজনৈতিক দল ইসলামিক হোক বা অনিসলামিক, বা অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত বা দায়িত্বশীল, এমন ধরনের কোন ব্যক্তি অত্র প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বা সহ-সভাপতি বা অন্য কোন পদের অধিকারী হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

২ : মজলিসে শূরা (উপদেষ্টা মন্ডলীয় পরিষদ)

(ক) সদস্য পদ

বাংলাদেশের দেওবন্দী মাদ্রাসা সমূহের দায়িত্বশীল ও আসাতিযাদের মধ্য থেকে আকাবির ও আসলাফের চিন্তা ধারায় বিশ্বাসী, তাদের নীতি আদর্শের অনুসারী, আমানতদার ও দিয়ানতদার ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান, বিচক্ষণ, কর্মঠ ও পরিশ্রমী, প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে একমত এবং প্রাতিষ্ঠানিক সার্বিক বিষয় বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, দেশ ও জাতীর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত, এ ধরনের ব্যক্তিরাই মজলিসে শূরার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন, প্রতি মজলিসে মাশওয়ারার মাধ্যমে একজন করে আমিরে ফয়সাল নিযুক্ত হবেন, আমিরে ফয়সাল সকলের মাশওয়ারা সাপেক্ষে আল্লাহর উপর ভরসা করে ফয়সালা করবেন।

(খ) মজলিসে শূরার দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. তীব্র মতবিরোধ এর সময়, সভাপতি এর সমন্বয়ে মজলিসে শূরা অত্র প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী বলে বিবেচিত

হবে এবং মজলিসে শূরার মেয়াদকাল হবে ৩ বছর।

২. প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য পরামর্শ দান, প্রতি মজলিসের সকল সিদ্ধান্ত রেজুলেশন প্যাডে লিপিবদ্ধ করা। সম্মিলিত লিখিত নালিশ পাওয়ার পর, তীব্র মতবিরোধে, প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে, মুহতারাম সভাপতির সমন্বয়ে, তদন্তের ভিত্তিতে, মজলিসে তানফিযুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ বাংলাদেশ এর মজলিসে আমেলার পরামার্শে পুনরায় মজলিসে আমেলা ও মজলিসে শূরা গঠন করা।

(গ) বৈঠক বা অধিবেশন

বছরে ১ বার বৈঠক বা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে, প্রয়োজনে একাধিকবারও বৈঠক হতে পারে।

(ঘ) শূরার সদস্য সংখ্যা

সিরাজগঞ্জ জেলা ছাড়া দেশের প্রতি জেলা থেকে ১/২ জন করে।

(ঙ) পদাধিকার বলে শুরার সদস্য :

শুধুমাত্র মজলিসে আমেলার সভাপতি, তার অবর্তমানে সহ-সভাপতি ও তাদের অবর্তমানে নাযিমগন পদাধিকার বলে শূরার প্রধান হতে পারবেন।

(চ) কোরাম

এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে

৩. **মজলিসে উমূমী (সাধারণ পরিষদ) মজলিসে এহইয়ায়ে সুন্নাহ বাংলাদেশ** এর পরিচালনা বিধির ৭.৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে

১. প্রতিনিধি হওয়ার জন্য অফিসে এসে বা অনলাইনে আবেদন করতে হবে, যা প্রতিষ্ঠানের ওয়েব সাইটের মাধ্যমে করতে হবে। যাচাই-বাছাইয়ের পর আবেদনকারীকে প্রতিনিধি নম্বরসহ মেসেজ পাঠানো হবে। সনদপত্র আবেদনের পরপরই অটোমেটিক পেয়ে যাবে, এ জন্য কোন ফি দিতে হবে না, তবে অনলাইনে আবেদনকারীরা ডাকযোগে নিতে চাইলে ৩০ টাকা প্রতিষ্ঠানে জমা দিলে প্রতিনিধির ঠিকানায় সনদপত্র পাঠিয়ে দেয়া হবে, আবেদনকারী মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে কোন অর্থ পাঠালে, ক্যাশ আউট ফি আবেদনকারীকেই বহন করতে হবে।

২. কোন কর্মসূচিকে সামনে রেখে কখনো কোনো প্রতিনিধিকে ডাকা হলে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

৩. প্রতিনিধি সরাসরি অথবা প্রতিষ্ঠানের বিকাশ, নগদ বা ডাচ বাংলা ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত রকেট একাউন্টের ০১৭২৭৮৫৩৪৮২-১ নম্বরে সদস্য/ডাক ফি পাঠাতে পারবেন, অর্থ পাঠানোর সময় অবশ্যই প্রতি ১০০ টাকাতে ক্যাশ আউট খরচ বাবদ ২ টাকা অতিরিক্ত পাঠাতে হবে, ১০০ টাকার কম পাঠালেও অতিরিক্ত ১ টাকা পাঠাতে হবে। কর্তৃপক্ষকে অর্থ পাঠানোর পর অবশ্যই অবগত করতে হবে, অর্থ প্রাপ্তির পর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অর্থ প্রাপ্তির রশিদ দেয়া হবে।

৪. যেকোনো সময় প্রতিনিধি হওয়া যাবে, যেকোনো সময় প্রতিনিধি পদ বাতিল করা যাবে, তবে চাঁদ পর্যবেক্ষণ পরিষদ বাংলাদেশের প্রতিনিধি পদ বাতিল করতে চাইলে নতুন কাউকে সদস্য হিসেবে দিয়ে নিজ পদ বাতিল করতে হবে।

৫. আবেদনকারীকে অবশ্যই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী হতে হবে, মুআদ্দাব হতে হবে, ইছারের অভ্যাস থাকতে হবে, মানার অভ্যাস থাকতে হবে, কথার সাথে কাজের মিল থাকতে হবে। পুরুষ হতে হবে, আকেল (জ্ঞানী) হতে

হবে, বালিগ (প্রাপ্তবয়স্ক) হতে হবে, এমন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হতে হবে, শরীয়ত যার সাক্ষ্য গ্রহণ করে। অবিতর্কিত হতে হবে, আলেম বা সাধারণ যে কেউ অবশ্যই বাহ্যিক সুরতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত এর অনুসারী হতে হবে। কমপক্ষে ইত্তিবায়ে সুন্নতের অঙ্গিকার করতে হবে।

৬. প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে প্রতিনিধিকে বাৎসরিক কিছু অনুদান প্রদান করার মনমানসিকতা থাকতে হবে। সনদপত্র হারিয়ে গেলে আবেদন করে নতুন করে সনদপত্র উত্তোলন করা যাবে, সনদপত্র ডাকের মাধ্যমে নিতে চাইলে এ জন্য অতিরিক্ত ৩০ টাকা ফি দফতরে জমা দিয়ে রশিদ নিতে হবে। ডাকযোগে সনদপত্র না পৌঁছলে অনলাইনের মাধ্যমে সনদপত্র পাঠানো হবে, যা প্রিন্ট করে নিলেই হবে।

৭. একবার ডাকযোগে সনদপত্র না পৌছলে পুনরায় সনদপত্র পাঠানো হবে না, কোন রাজনৈতিক দলের কর্মী বা লিডার, রাজনীতিবিদ প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি না করার অঙ্গিকার বদ্ধ হয়ে প্রতিনিধি হতে পারবে।

৮. বাৎসরিক হাদিয়া দাতা প্রতিনিধিদের ব্যাপারে মুহতারাম সভাপতি সাহেব হাদিয়া উত্তলনের ব্যাপারে একটি সুন্দর নিয়ম প্রনয়ন করবেন। বাৎসরিক হাদিয়া দাতা প্রতিনিধিরা তাদের দেয়া হাদিয়া প্রতিষ্ঠান যে কোন ভাল কাজে ব্যাহার করতে পারবেন বলে সার্বিক অনুমতি প্রদান করবেন।

৯. কোন সদস্য যে কোন কারনে প্রতিষ্ঠানকে জওয়াবদেহী করতে বলার অধিকার রাখেন না। হিসাব নিয়ে কখনও কোন সন্দেহ মনে হলে প্রতিষ্ঠানের হিসাব বিভাগে যোগাযোগ করলে সভাপতি মুহতারামের অনুমতিতে হিসাব দেখতে পারবেন। সকল প্রতিনিধিগন মজলিসে এহইয়ায়ে সুন্নাহ বাংলাদেশ এর সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।

১০. সকল প্রতিনিধিকে রুইয়াতে হেলাল বা চাঁদ দেখা সংক্রান্ত যাবতীয় মাসআলা-মাসাইল জানা থাকতে হবে, যদি জানা না থাকে তাহলে কোন অভিজ্ঞ আল্লাহওয়ালা আলেম থেকে জেনে নিতে হবে, প্রয়োজনে মুফতিয়ে আজম হযরত মুফতী শফী রহঃ এর "রুইয়াতে হিলাল (বাংলা)" কিতাবটি পড়া যেতে পারে। নতুন চাঁদ দেখার সাথে সাথে স্থানীয়রা সকলেই নতুন চাঁদ দেখার দুআ পাঠ করবে। দুআঃ

اَللهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَ الايْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَ الاِسْلَامِ وَ التَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى رَبُّنَا وَ رَبُّكَ الله

১১. সকল প্রতিনিধিকে মজলিসে তানফিযুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ বাংলাদেশ এর সদস্য হওয়ার পাশাপাশি কর্তৃপক্ষকে নিজের সিভি জমা দিতে হবে। সকল প্রতিনিধিকে প্রতি আরবি মাসের ২৯ তারিখ, পরবর্তী আরবি মাসের নতুন চাঁদ দেখার জন্য নিজে এবং নিজের বন্ধু-বান্ধবদেরকে সূর্যাস্তের পর থেকে (মাগরিবের নামাজ ছাড়া) চন্দ্রাস্ত পর্যন্ত খুবই গুরুত্বের সাথে ফারিগ করতে হবে, চাঁদ দেখা যাক আর না যাক বাংলাদেশের আকাশে চাঁদ দেখার সর্বশেষ সময় থেকে ৩০ মিনিটের মধ্যে কর্তৃপক্ষকে অবগত করতে হবে।

১২. ০১৪০০-৬৭৭২৩৩ নম্বরটি হবে চাঁদ পর্যবেক্ষণ পরিষদ বাংলাদেশ এর প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃত নম্বার, ০১৭২৭৮৫৩৪৮২-১ নম্বরটি লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যবহার হবে। ০১৪০০-৬৭৭২৩৩ নাম্বারেই সকল খবরা-খবর জানানো যাবে এবং জানা যাবে, সকল সদস্যদের নিয়ে ঐক্যবদ্ধতার খাতিরে ফেসবুকে প্রতিষ্ঠানের নামে একটি স্বীকৃত গ্রুপ থাকবে। প্রতিষ্ঠানের মিডিয়া পার্টনার হিসেবে মূল প্রতিষ্ঠানের নামে ওয়েব সাইট থাকবে, একই নামে ইংরেজিতে ফেসবুকে ভেরিফাইড আইডি ও পেজ থাকবে বা নাযিমে ইশাআত নামেও যোগাযোগ হবে ।

১৩. মতবিরোধ চলাকালিন প্রতিনিধিকে কখনও লিখিত সাক্ষ্য দেয়ার প্রয়োাজন হলে, সরকারী ভাবে তলব করা হলে, ধর্ম মন্ত্রনালয় কর্তৃক ডাকা হলে আন্তরিক ভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে, প্রত্যক্ষ সাক্ষীর ক্ষেত্রে যদি সরকারিভাবে কখনো কোন প্রতিনিধিকে কর্তৃপক্ষ এর মাধ্যমে তলব করা হয়, তাহলে প্রত্যক্ষ সাক্ষী দিতে জীবণ দিয়ে হলেও প্রস্তুত থাকতে হবে।

১৪. চাঁদ পর্যবেক্ষণ পরিষদ বাংলাদেশ এর সদস্য সংখ্যা হবে অনুর্ধ ১২৮০।

১০ : অনুচ্ছেদঃ মজলিসে আমেলার পরিচালনাধীন বিভাগ সমূহ ৩টি, যথাক্রমে :

১. প্রশাসনিক বিভাগ

অত্র প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগের কার্যক্রম তদারকি করা, সাময়িকভাবে কর্মচারী নিয়োগ-বরখাস্ত করা, পদোন্নতি ও পদাবনতি বিষয়ে আমেলার সুপারিশ পেশ, সকল বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেও কর্মদক্ষতা, কর্মে অবহেলা ও আচার-আচরণ সংক্রান্ত বিষয়ে লক্ষ্য রাখা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সকল কার্য্যক্রম পৃথক পৃথক ফাইলে সংরক্ষণ করা, প্রয়োজনে কোন কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা, সাময়িক প্রয়োজনে কাউকে নিয়োগ করা, প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা রক্ষায় কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের মাঝে সম্প্রীতি স্থাপন, কোন বিষয়ে পরস্পরের মতবিরোধ দেখা দিলে তা নিরসন করা এই বিভাগের দায়িত্ব বলে গণ্য হবে। কোন ব্যক্তি অত্র প্রতিষ্ঠানে অর্ন্তভুক্তির আবেদন গ্রহন, যোগ্যতা যাচাই ও মঞ্জুরি, সনদপত্র বানানো ও পাঠানো, অনলাইনে তথ্য সংরক্ষন, আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে কোন ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠান থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা অত্র বিভাগের দায়িত্ব থাকবে, অবশ্য বহিষ্কারাদেশ চূড়ান্ত ভাবে কার্যকরী করার জন্য সভাপতির অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে, প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় অর্থ সম্পত্তির হেফাজত, শূরা ও আমেলার করা যাবতীয় সিদ্ধান্ত কার্যকর করা। প্রতিষ্ঠানের অধীনস্ত অন্যান্য সকল বিভাগ অত্র বিভাগের নিকট জবাবদিহি করবে, এছাড়া প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নিমিত্তে নিয়ম-নীতি প্রণয়ন ও সংশোধন এবং প্রশাসনিক বিধি-বিধান সংশোধন করে তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রহমানিয়া ইমদাদুল উলুম মাদরাসা সিরাজগঞ্জ, বাংলাদেশে একটি নির্দিষ্ট স্থান/ঘর/অফিস নির্ধারিত থাকবে।

২. প্রকাশনা বিভাগ

অত্র বিভাগটি **মজলিসে এহইয়ায়ে সুন্নাহ বাংলাদেশ** এর পরিচালনা বিধির ৬.১ অনুচ্ছেদের ২ নং ধারাকে অনুসরন করবে।

৩. হিসাব বিভাগ

অত্র বিভাগটি **মজলিসে এহইয়ায়ে সুন্নাহ বাংলাদেশ** এর পরিচালনা বিধির ৬.১ অনুচ্ছেদের ৩ নং ধারা এর অনুসরন করবে।

১১ অনুচ্ছেদঃ চাঁদ দেখার তরিকা

১. আকাশ পরিষ্কার থাকলে খোলা ময়দান অথবা উঁচু বিল্ডিং এর ছাদ থেকে পশ্চিম দিকে চাঁদকে খুজে বের করে নিজ চোখে দেখার চেষ্টা করা। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে খুব সতর্কতার সাথে অত্র পরিচালনা বিধির ৯ অনুচ্ছেদ এর ১ এর (ক) এর ধারাগুলোকে অনুসরন করা।
২. ভৌগোলিকভাবে চাঁদের অবস্থান, আয়োতন, বয়স, দুরত্ব ইত্যাদিকে সামনে রাখা। চাঁদ দেখা গেলে সাথে সাথে কর্তৃপক্ষকে অবগত করা, রুইয়াতে আম্মাহ করানোর চেষ্টা করা, স্মার্ট ফোনে ধারণ করা ও কর্তৃপক্ষকে পাঠিয়ে দেয়া।

১২ : অনুচ্ছেদঃ নাযিমে রুইয়াহ/শরিআহর দাইত্ব

১. সকল কার্যক্রমের শরয়ী মান যাচাই-বাছাই করবে, চাঁদ সংক্রান্ত ইস্তিফতার খিদমাত আনজাম দিবে।
২. দেশ-বিদেশের মুফতিয়ানে কেরামদের সাথে সমন্বয় সাধন ও সম্পর্ক উন্নয়ন করবে।
৩. নাযিমে ইশাআতের অবর্তমানে নাযিমে ইশাআতের সকল দাইত্ব পালন করবেন।
৪. জেলা প্রতিনিধিদের বিভ্রান্তি সাপেক্ষে তদন্ত ও কার্যকারী ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।

১৩ : অনুচ্ছেদঃ নাযিমে ইশাআত

১. নোটিশ ও এলান সমুহের প্রচার-প্রসার করা। সকল প্রকাশনায় প্রকাশকের ভূমিকা পালন করবেন।
২. সভাপতি ও নিজ দস্তখতে ২৬ তারিখ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে, পরে আমলোর বৈঠকে সকলের দস্তখত নিবে, ২৬ তারিখ এসএমএস এর মাধ্যমে আমেলার সদস্যদেরকে ২৯ তারিখের বৈঠকের কথা অবগত করবে, ২৯ তারিখ আমেলা ও সকল সদস্যদেরকে এসএমএস এর মাধ্যমে অবগত করবে, চাদ দেখা যাক বা না যাক সকল দাইত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সদস্য, প্রতিনিধি, খাওয়াস ও মিডিয়াকর্মীদেরকে অবগত করবে।
৩. চাঁদ দেখা সাপেক্ষে প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য যাচাই-বাছাই ও সত্যায়ন করা, প্রতিনিধি ও শাহেদদের শাহাদাহ গ্রহন করা ও স্থানীয় প্রশাসনকে অবগত করা।
৪. বিশেষ নির্দেশে সভাপতির পক্ষে নোটিশ ও এলান সমুহের প্রচার-প্রসার করা।

১৪ : অনুচ্ছেদঃ সদস্যপদ বিলুপ্তি

১. মজলিসে আমেলার কোন সদস্য পরপর তিনটি বৈঠকে পূর্ব অবগতি ব্যতীত অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্যপদ বাতিল হবে। কোন সদস্য বা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানের আদর্শ বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ উত্থাপিত হলে, কিংবা দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য কারণ উল্লেখ করে লিখিত অনাস্থা প্রকাশ করলে, তা মজলিসে আমেলার পেশ করতে হবে, মজলিসে আমেলা অভিযোগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে অভিযুক্ত সদস্যের সদস্য পদ বাতিল করে দিতে পারেন।
২. কোন সদস্য স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে এবং মজলিসে আমেলা কর্তৃক অনুমোদিত হলে, উক্ত সদস্যের সদস্য পদ বাতিল বলে গণ্য হবে। উপরোক্ত যে কোন কারনে কোন পদ শূন্য হয়ে পরলে, কিংবা কোন সদস্য মৃত্যুবরণ করলে, মজলিসে আমেলা কোন নতুন লোককে উক্ত পদে নিয়োগ করতে পারবেন।
৩. আল্লাহ না করুন, কোন কারনে কোন দিন প্রতিষ্ঠানকে বিলুপ্ত করার প্রয়োজন দেখা দিলে, এর যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ রহমানিয়া ইমদাদুল উলুম মাদরাসা সিরাজগঞ্জ, বাংলাদেশ এর জন্য ওয়াক্ফ হবে।
৪. বিশেষ কারনে এই পরিচালনা বিধি সভাপতি ও মজলিসে আমেলার সদস্যদের সম্মতিতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যাবে। যে সব খুঁটিনাটি বিষয়ের উল্লেখ অত্র পরিচালনা বিধিতে নেই, সে ক্ষেত্রে মজলিসে আমেলার সিদ্ধান্তই আইনের মর্যাদা লাভ করবে। পরিচালনা বিধির ধারা-উপধারার ব্যাখ্যা নিয়ে যে কোন সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে, মাননীয় সভাপতির ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
৫. প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাধীন সকল বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রণীত আচরণবিধি এবং প্রত্যেক বিভাগের জন্য প্রণীত নীতিমালা সমূহ মজলিসে আমেলা কর্তৃক অনুমোদিত হলে সেগুলো পরিচালনা বিধির পরিশিষ্ট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।
৬. প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা বিধি বিরোধী কোন কাজ করলে, কোন প্রতিনিধি পুর্ব অবগত ছাড়া একটানা ২/৩ মাস চাঁদ দেখার খবর কেন্দ্রে না জানালে বা পরিচালনা বিধির ৭.৭ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত যোগ্যতা হারিয়ে ফেললে প্রতিনিধি পদ বাতিল হয়ে যাবে ও পুনরায় আবেদন করে প্রতিনিধি হতে হবে। তবে কোন জেলার এক-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধি চাঁদের খবর পাঠালে অন্যান্য প্রতিনিধিদের উপর থেকে এ বিধান লাঘব হবে, কোন জেলার কোন প্রতিনিধি খবর না পাঠালে বিধানটি উক্ত জেলার সকল প্রতিনিধিদেও জন্য কঠোরভাবে বাস্তবায়ন হবে।
৭. ৭ দিনের মধ্যে প্রতিনিধি নিজ ভুল স্বীকার করে আবেদন পেশ করলে মুহতারাম সভাপতি চাইলে প্রতিনিধিকে পুনঃস্থাপন করতে পারেন, প্রতিনিধি পদ হারানোর সাত দিনের মধ্যে নিজ ভুল স্বীকার না করলে উক্ত পদে নতুন কাউকে নিয়োগ দেয়া হবে এবং প্রতিনিধি পদ হারানো ব্যক্তির সনদপত্র বাতিল হয়ে যাবে।
৮. প্রতিনিধি পদ হারানো ব্যাক্তি চাইলে যে কোন সময় নতুন করে প্রতিনিধি হতে পারবে।